## চতুর্থ ষন্মাস (সাধারণ)

১। ' বুকে আমার সিংহের মতন সাহস ' – বক্তা কে ? তার চেহারার বর্ণনা দাও । ২

উত্তর :- বক্তা পাঁচু মামা । চেহারা তার পাটকাঠির মত ।

২। ' এই খেয়েই তোমলোককো দেশকো এইসা দশা ' – বক্তা কে ? তার এমন উক্তির কারণ কি ? ২

উত্তর :- বক্তা বড়লাট । পদিপিসীর ঘাসচচ্চড়ি খেয়ে তিনি এমন উক্তি করেন ।

৩। পদিপিসীর বর্মিবাক্সের বিবরণ দাও । ২

উত্তর :- পদিপিসীর বর্মিবাক্সের উপরে একটা ড্রাগনের ছবি আঁকা ছিল । ভেতরে ছিল বহু মূল্যবান সম্পদ । তাতে এক একটা পান্না আছে মোরগের ডিমের মত, চুনী আছে পায়রার ডিমের মত, মুক্তা আছে হাঁসের ডিমের মত ।

৪। পদিপিসীর বর্মিবাক্সের থেকে কথক তার মায়ের জন্য কি নিয়েছিলো ? তাকে বাক্সটি খুঁজে দেওয়ার জন্য দিদিমা কি পুরস্কার দিয়েছিল ? ২

উত্তর :- কথক মায়ের জন্য নিয়েছিল একজোড়া চুনীর দুল । আর দিদিমা তাকে দিয়েছিল হীরের আংটি ।

### প্রশ্নের মান ৬

১। ' ঘটনাটা বড় লোমহর্ষণ কিনা ' – ঘটনাটির বিবরণ দাও । ৬

উত্তর :- মাঘী পূর্ণিমার রাতে বত্রিশ বিঘা শালবন অতিক্রম করে পদিপিসী নিমাই খুড়োর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল । পথে একদল ডাকাত তাদের আক্রমন করে কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধির বলে পদিপিসী নিমাই খুড়োর নাম নেওয়ায় ডাকাতরা পালায় । পদিপিসী বুঝতে পারে কপালে তীলক কাটা থাকলেও নিমাই খূড়ো আসলে এক ডাকাত দলের সর্দার । এই কথা নিমাই খুড়োকে পদিপিসী জানাতেই নিমাই খূড়ো পদিপিসীকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চায় । কিন্তু পদিপিসী অল্পে দমবার পাত্রী নয় তাই ১০০০ টাকাতেও রফা নিস্পত্তি না করে সরাসরি নিমাই খুড়োর লুটের সম্পদের সিন্দুকের সামনে যায় । সেখান থেকে হীরা-চুনি, পান্না, জহরত, মুক্তো একটা বর্মিবাক্স করে বাড়ি চলে আসে । এই ঘটনাটাই লোমহর্ষণ ঘটনা ।

২। কথক কীভাবে পদিপিসীর হারিয়ে যাওয়া বাক্সটির সন্ধান দিল লেখ । ৬

উত্তর :- মামারবাড়ি যাওয়ার পথে কথক জানতে পারে সেখানে পদিপিসীর বর্মিবাক্সটা হারিয়ে গেছে । বাক্সটি বাড়িতে এনে পদিপিসী লুকিয়ে রেখে সবাইকে বলেছিলো সেটি হারিয়ে গেছে । কিন্তু মামারবাড়ি গিয়ে নানা অনুসন্ধান চালিয়ে, নানা তথ্য সংগ্রহ করে । তারপর একদিন ছাদে গিয়ে কুলুঙ্গীর ভিতর থেকে লুকানো বাক্সটি উদ্ধার করে এবং এই সত্য প্রকাশ করে বাক্সটি হারিয়ে যায়নি । সেটি পদিপিসী তার ছেলে গজার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলো । বাক্সটি আবিস্কার করার জন্য কথকের দিদিমা তাকে হীরের আংটি উপহার দেন ।

———

চতুর্থ ষন্মাস (সাম্মানিক)

(ক) ১। ‘ রাশিয়ার চিঠি ’ র ৯ নং চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ কাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন ? এই চিঠির প্রকাশকাল লেখো। ১ + ১ = ২

উত্তর :- ৯ নং চিঠিটি নন্দলাল বসুকে উদ্দেশ্য করে লেখা। প্রকাশকাল ১৩৩৭, অগ্রহায়ণ।

২। ‘ রাশিয়ার চিঠি ’ র সবকয়টি চিঠি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ? ‘ রাশিয়ার চিঠি ’ কবে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ? ১ + ১ = ২

উত্তর :- সবকয়টি চিঠি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের ২৫ শে বৈশাখ।

৩। ‘ রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে ’ - লেখকের এমন মন্তব্যের কারণ কি ? ২

উত্তর :- রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভ্রমণ করেছেন। কিন্তু রাশিয়ায় গিয়ে তিনি যতটা বিশ্বকে উপলব্ধি করেছেন তেমন আর কোথাও গিয়ে অনুভব করতে পারেন নি। কারণ সে আহারে, বিহারে মানুষের যে সর্বব্যাপী নির্ধনতা তা তাকে অভিভূত করেছে। সমাজের সবস্তরের মানুষের সমান অধিকার বোধ তাকে মুগ্ধ করেছে। পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে সাদরে আহ্বান করবার চেতনা রবীন্দ্রনাথ অন্যকোনো দেশে এত ব্যাপক আকারে দেখেন নি। তাই তিনি বলেছেন রাশিয়ায় না আসলে তাঁর তীর্থদর্শণ চিরজীবনের মতো অসমাপ্ত থাকত।

৪। ‘ এখানে এসে সবচেয়ে যেটা আমার ভাল লেগেছে সে হচ্ছে, এই ধন গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। ’ – কোথায় এসে কেন রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি ? ২

উত্তর :- সমাজতন্ত্রের সুনিপুন ছবি রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়ে দেখেছেন। তিনি রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন তিনি যে হোটেলে গিয়েছিলেন তা স্বল্পব্যাসনে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ। রাশিয়ার মত মানুষের সমান অর্থের বন্টন দেশটাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছে। কারণ তাদের সম্পদের অহংকার করবার মত ইতরতার মানসিকতা নেই। সম্পদের সমবন্টন নীতি তাদেরকে উৎকর্ষতার শিখরে নিয়ে গেছে।

প্রশ্নের মান ৬

(খ) ১। পদ্মাপারে বোটে সাহিত্যচর্চা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের কৃষিকাজে যেভাবে উৎসাহ ও অবদান রেখেছেন তা লেখ। ৬

উত্তর :- পদ্মাপারে বোটে সাহিত্যচর্চার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ভেবেছিলেন গোটা সময়টা তিনি সাহিত্যচর্চা করে কাটিয়ে দেবেন কিন্তু তিনি প্রজাদের দুরবস্থা দেখে নিজেকে আর আবদ্ধ রাখতে পারলেননা। তিনি কালীমোহন নামে এক ব্যক্তির সহযোগে কাজ শুরু করলেন।

তাঁর প্রথম অভিপ্রায় ছিলো চাষীদের আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে। এব্যাপারে তিনি বলেছেন – জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয় চাষীর এবং সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র না হলে কৃষির উন্নতি হতে পারেনা।

কিন্তু দুটো বিষয়কেই বাস্তবে রূপদান করা খুব কঠিন । কারণ চাষীকে জমীর স্বত্ব দিলেই পরমুহূর্তেই তা গিয়ে পড়বে মহাজনের হাতে । আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এত বড় কর্মযজ্ঞের ভার নেবার মত ক্ষমতা বা বয়স কোনোটিই তাঁর তখন ছিলোনা । তাই তিনি সুদক্ষ মানুষের হাতে ক্ষমতা দিয়ে কৃষির উৎকর্ষ ঘটান ।

২। ' সুগভীর একটা দুঃখ তাদের সর্বত্র অধিকার করে আছে ' – এখানে কাদের কথা বলে হয়েছে ? তাদের দুঃখের কারণ কি ? এই দুঃখ থেকে উত্তরণের পথনির্দেশ রবীন্দ্রনাথ কীভাবে করেছেন লেখ । ১ + ৩ + ২ = ৬

উত্তর :- এখানে সেই সব মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা যন্ত্রের বলে বলীয়ান হয়ে বা সম্পদের অধিকারী হয়ে মানবতাকে তুচ্ছ করেছে, তাদের কথা বলা হয়েছে ।

তারা মানুষ হিসাবে মানুষকে সম্মান দেয় না, ভালবাসে না, বিশ্বাস করে না । যার ফলে মানুষের সাথে মানুষের সামাজিক দূরত্ব তৈরী হয় । আত্মার সম্পর্ক বিনষ্ট হয় । যন্ত্র সভ্যতার দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ আজ প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েও প্রকৃত সুখী নয় ।

গ্রামকেই রবীন্দ্রনাথ সৌভ্রাতৃত্ব, মানবিকতার পীঠস্থান রূপে দেখেছেন । তাই গ্রাম্বাসীদের অনুরোধ করেছেন গ্রামের সেই সারল্য, মানবিকতা, সামাজিকতার বোধ জাগিয়ে তুলে মানবতার জাগরণ ঘটাতে । যন্ত্র সভ্যতার উৎপীড়ন বন্ধ করতে ।

---